হরনাথ অমিয় বাণী

১০১-১৫০

Visit: www.kusumharanath.in
Follow: Facebook.com/Lordkusumharanath

হরনাথ অমিয় বাণী

১০১

কোন রিপুর হাত হইতে এড়াইবার উপায় - রিপু কম জোরী হইলে তাহাকে বিনাশ করা কিম্বা আপন অধীনে আনা, আর রিপু বলবান্ হইলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করা। তাই বলি, যদি কেহ কোন শত্রুর হাত হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কায়মনোবাক্যে তাহার চিন্তা না করিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কাম বলুন, ক্রোধই বলুন অথবা অন্য যে কোন বলবান্ রিপুর হাত হইতে এড়াইতে ইচ্ছা হইলে তাহাদের রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতে নাই। নিজের চেষ্টা এই - আর তা'র উপর, সেই করুণাময় কৃষ্ণের আশ্রয় লওয়া ও তাঁ'র কাছে রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা চাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০২

কৃষ্ণের নাম শুনিলে সকল শত্রুই দুরে পলায়ন করে, কেন না তাঁ’কে সকলেই ভয় করে; অতএব যদি কেহ এই দুর্দান্ত শত্রুগণ (ষড়রিপু) হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তিনি যেন অহরহ: কৃষ্ণ-নামে মত্ত থাকেন; তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই সকল মহাশত্রুই যখন আপনাকে সর্বদাই মহাস্ত্রধারী দেখিবে, তখন নিজে নিজেই তা’রা আপনার শরণাগত হইয়া পড়িবে। নামের জোরে সকলই হইতে পারে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৩

"কলের্দ্দোষনিধে রাজয়ন্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ"।।

অতএব এমন মহাস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদা নামে মগ্ন থাকিলে আর কোন ভয় নাই।

এই জন্যই চৈতন্যের শিক্ষা -
(১) জীবকে দয়া,
(২) নামে রুচি,
(৩) বৈষ্ণব সেবন।

সাধ্য মত এই শিক্ষার অনুগমন করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৪

চৈতন্যের শিক্ষা -

(১) জীবকে দয়া,(২) নামে রুচি,(৩) বৈষ্ণব সেবন।

প্রথম আরম্ভ - সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে করিতে কৃষ্ণ-নামে রুচি হয় এবং নামে রুচি হইলেই নাম করিতে করিতে মহতের দয়া হয় ; মহতের দয়া কৃষ্ণ কৃপা অপেক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কৃষ্ণকে পাইলেই জীব মুক্তি পায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্তকে পাইলে জীব স্বয়ং কৃষ্ণকে পায়। অতএব কৃষ্ণ পাওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ মূল্যবান্; নাম করিতে করিতে কেবল ভক্তসঙ্গ পাওয়া যায়। তাই জোড়হাতে নিবেদন, সদাই নামে ডুবে থাকুন। নাম করিলে কি হ'বে না হ'বে, বিচার না করিয়া অহরহঃ নামে ডুবে থাকুন, চিরসুখে ও চিরশান্তিতে থাকিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৫

দেবতাগণ সত্ব, রজ, তম, তিন গুণের কোনও না কোন গুণের পক্ষপাতী। সত্বগুণাবলম্বী হইয়া কোন দেবতার আরাধনা করিতে হয়, কেহ বা রজোগুণ-প্রিয়, আর কেহ বা তামসিক! আবার এই তিনটি গুণের যোগ বিয়োগে শরীর। তাই বলি, শরীর অনুযায়ী সাধন করিলেই সত্বর ফল লাভ হইয়া থাকে। শরীর আবার আহারের উপর নির্ভর করে, এই জন্য যা'র যেমন আহার, শরীর তদনুরূপ হইয়া আপন মত গুণকে অধিকার করে, এই জন্যই প্রথমতঃ আহারই সাধনের মূল ভিত্তি মনে করিতে হইবে এবং আহারের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৬

ব্যাধির সময় ও তার পর প্রকৃত বৈদ্যগণ কেন লঘু পথ্য ব্যবস্থা করেন বলুন দেখি? লঘু আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও সত্ব গুণের উদয় করায় ; আর সত্ব গুণটি শরীর রক্ষার একমাত্র শক্তি বলিলেও বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রে সেই জন্যই সত্ত্ব-প্রধান বিষ্ণুকে পালনকর্তা বলিয়া থাকেন। আর এই গুণের বিপরীত তমোগুণই নাশের কারণ, এই কারণ তম-প্রধান শিবকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাই বলি মহাশয়, শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে, বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার; সেই কারণ নিবেদন কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারেই উচিত।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৭

ফল, মূল, শাকসবজি ইহাই সাত্বিক আহার ; আর মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, রসুন প্রভৃতি তামসিক আহারের মধ্যে গণিত। শরীর নীরোগ করিতে চান ত প্রথমতঃ আহার ঠিক করিতে চেষ্টা করুন। ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবেন; মৎস্য, মাংস একেবারেই ত্যাগ করুন, যেমন তা'তে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে। ফলের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্বপ্রধান ফল বিল্ব, এই জন্যই তম-প্রধান ঠাকুরটি এই বিল্বমূল সার করিয়াছেন। বিল্বপত্র, বিল্বছাল, বিল্বফুলও ফল প্রত্যেকেরই তমোনাশের শক্তি আছে বলিয়াই শিব সকল গুলিই ভালবাসেন। এই বিল্বফলটি পাইলেই খাইবেন, ফল অভাবে পাতার রস খাইবেন। মহাশয়, এই ভাবেই শরীর সত্বপূর্ণ হইলে মন অসৎ চিন্তা ত্যাগ করিবে, তখন অতি আনন্দে মধুর কৃষ্ণনামটি লইয়া ইহ-পর-জীবন সার্থক করিতে পারিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৮

রাজসিক ও তামসিক তপ দ্বারা অনেকেই সিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধ হইয়াও তাঁ'দের নিজ নিজ গুণ শক্তিহীন হয় না, তা'র অনন্ত সাক্ষী পাইবেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি অপেক্ষা সিদ্ধ পুরুষ দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহারা সিদ্ধ হইয়াও আপন আপন ইষ্টের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে ছাড়ে নাই - ইহাই তম। তাই বলি, সত্ব-গুণ দ্বারা আরাধনা করিতে থাকুন, পবিত্র ও সুখী হইবেন। কৃষ্ণনাম হইতে কেবল মাত্র শুদ্ধ সত্ব উদয় হয়, তাহার ফলে ভক্তি, ভক্তি হইতে প্রেম, আর প্রেমের দ্বারাই সেই প্রেমের হরিকে পাওয়া যায়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০৯

জীব যত দিন অন্ধ থাকে, তত দিন মা-বাপ বলিয়া কাঁদে, তার পর স্বামী পাইলে সকল ভুলে যায়। কৃষ্ণই একমাত্র জগৎস্বামী। এই জন্য নিবেদন, কায়মনোবাক্যে সতীর মত সেই স্বামীর শরণাগত হইয়া কৃতার্থ হউন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১০

নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটি ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন, যা'কে তা'কে দেখাইলে নির্লজ্জ বলিয়া অপবাদ করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাধুজন বার বার বলিয়াছেন "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা"। তাই বলি, মহাশয়, আমার এইমাত্র একান্ত ভিক্ষা, যাহা যাহা করিবেন একটু গোপনেই করিবেন। এই রকম চাতুরী সকলই খেলিতে হইবে, তবে বিনা ব্যাঘাতে উন্নতির পথ পাইবেন; নচেৎ অনেক বাধা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। সংসারে থাকিয়া হরি-ভজন করিতে হইলেই চাতুরী চাই; সংসার ছাড়িলে তত দরকার নাই। সংসারে থাকিয়া হরিভজন দেখাইবার আদর্শ ব্রজলীলা ; তাই তা'তে সাধারণ চক্ষে এত চাতুরী দেখা যায়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১১

যা'রা কৃষ্ণ চায়, তা'রা কি পাপ পুণ্যকে ভয় করে ? তা'দের আবার পাপ পুণ্য কোথা হ'তে আসবে ? কৃষ্ণের রাজ্যে পাপ পুণ্য নাই। সে বৃন্দাবন নিত্যানন্দ ধাম, সেখানে পাপ পুণ্য যেতে পারে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩৮শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১২

আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসার নাম প্রেম, কৃষ্ণ এই প্রেমের অধীন, কৃষ্ণ কেবল প্রেমের ঋণী ; এই ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষেই গৌর হওয়া। আর আপনাকে মনে রাখিয়া ভালবাসার নাম কাম, ইহা হইতেই সংসারের যত কিছু সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, শোক, তাপ আসে। প্রেম ভীরুকে সাহসী, সাহসীকে ভীরু করে; প্রেমই পুরুষকে প্রকৃতি, প্রকৃতিকে পুরুষ করে। প্রেমই কেবল মৃতকে সজীব, সজীবকে মৃত করিতে সক্ষম।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৩

কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে পড়িয়াও কি কখন জ্বলিতে পারে ? যাহার দর্শনে কোটী কাম নিবারণ হয়, তাঁর স্পর্শেও কি কখন জ্বালা আসিতে পারে ? তা'র সাক্ষ্য দেখ না ভাই, জটিলা কুটিলা। তা'রা ত সেই প্রেমময় মূর্তি দেখেছিল, তবে কেন জ্বলিত ? চন্দ্রাবলীও ত সদাই হ্রদে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু সেও ত আমার কিশোরীর মত জুড়াইতে পারে নাই। দেখ সাধকগণ সাধিতে সাধিতেও পতিত হয় কি না? তা'রাও ত সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে, তবে কেন জ্বলে ? তাই বলি, সেই প্রেম-সরোবরে অনেক বিষাক্ত সর্পও বাস করে। সকামে জলকে বেশী চঞ্চল করিলে, সেই সব সর্প দংশন করে। যাহারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকে, সুধা পান না করে, তা'রাই জ্বলে, তা'রাই মরে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৪

বাবা, এ জগতে সকলেই দেনদার; তবে কাহারও দেনা কম, কাহারও বেশী - এইমাত্র প্রভেদ। অনুতাপই প্রকৃত কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, তবে এটি যেন মনে থাকে, অনুতাপের পর দ্বিতীয়বার অনুতাপ হইতে পারে না, তখন কর্ম্মটি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাই অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ম্মটিও চিরদিনের মত ছাড়িতে চেষ্টা করা বিধি।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৫

বাবারে, অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কত
অন্যায় কর্ম করিতে হয়। তাই বলি, অসৎসঙ্গ
একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ সদাই প্রার্থনা
করিবে; যে দ্রব্য ইচ্ছা করা যায়, তাহা কখনই
দুষ্প্রাপ্য থাকে না; তাই বলি, পাও আর নাই পাও,
সদাই সৎসঙ্গ অভিলাষ করিবে, দেখিবে সেই ইচ্ছাময়
কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন।
তখন পলকে রাজচক্রবর্তী হইয়া যাইবে এবং
চিরদিনের মত কৃতার্থ হইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৬

ইহা সত্য বলিয়া জানিও, যে লাভ কৃষ্ণ সঙ্গেও দুর্ল্লভ, সাধু সঙ্গে তাহা অতীব সুলভ। সাধুর এ মান্য কৃষ্ণই দিয়াছেন। সাধুগণ সকলই কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়াছেন, কৃষ্ণও সেইজন্য তাদের এতটা বাড়াইয়াছেন। তাই বলি, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৭

অর্থ না থাকে, মধুর কথা দ্বারা ও নিজের শরীর দ্বারা যতদূর হয়, পরের উপকার করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ভ্রমবশতঃ কাহাকেও কষ্ট দিবার চেষ্টা কিম্বা সংকল্প করিও না। অসৎ-চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দুর করিতে চেষ্টা করিবে। মন্দ কর্ম্ম অপেক্ষা মন্দ চিন্তার বেশী ক্ষমতা, এই জন্যই হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বেশী প্রশংসনীয়। একটি কর্ম অন্যটি চিন্তা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৮

চিন্তার এত শক্তি যে, - নাই বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে, অদৃশ্য বস্তুকে দেখাইতে পারে এবং অ-ধরকে ধরিতে পারে। তাই বলি, নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই মার্জন করিবে। চিন্তা মার্জিত হইলেই ঘোর অন্ধকার ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিবে, তখন আর কিছুই অজানিত থাকিবে না, নখদর্পণবৎ সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে। তখন পূর্ণানন্দ পাইয়া চরিতার্থ হইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১৯

পিতামাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে হয়, তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা মা-বাপকে যত্ন করিতে জানে না, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মা-বাপ-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁ'র সেবা করিতে সক্ষম হইবে? জানত বাবা, "charity begins at home," সেই রকম সকলই begins at home; এক্ষণে মন না দিলে, চিরদিন negligent student এর মত গলদ spelling করিতে হইবে। তাই বলি, প্রথম পাঠ বেশ মন দিয়ে করিতে চেষ্টা করা উচিত।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২০

মা-বাপের সেবা আমাদের প্রথম পাঠ, এটিতে মন না লাগাইলে চিরদিন careless থাকিয়া যাইতে হইবে; আর তাহা হইলে শেষ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে বড় বিপদ হইয়া দাড়াইবে। পিতা মাতাকে মনুষ্যদেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে ! যদি কেহ চর্ম্মচক্ষে in flesh and blood দেখিতে চান, তাঁহারা মা বাপকে দেখুন। Entrance Examination pass না হলে কেহ কখন Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতৃ-মাতৃ সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে আর College-এ থাকার ইচ্ছা রাখা বাতুলের কর্ম্ম।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২১

মা-বাপ যেমন পুজার ধন, স্ত্রী তেমনই আদরের ও ভালবাসার ধন। স্ত্রীকে সামান্য খেলার সঙ্গিনী মনে করিয়া প্রতারিত হইতে যেন কেহ চেষ্টা না করে। অনেক কর্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁর সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই, তাঁর নাম শক্তি। তিনি ধর্ম-কর্মে সহায়তা করেন বলিয়াই, তার নাম সহধর্ম্মিণী, আমার সত্ত্বাকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া, তাঁর নাম জায়া। তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল অবস্থাতেই স্ত্রী আমার প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই তিনিই লইয়া যাইবেন, আর স্বর্গপথও তিনিই দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁরা'ই দেখাইতে পারেন, এই কারণে তাঁদের অবমাননা করিতে ইচ্ছা কখনও করিতে নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

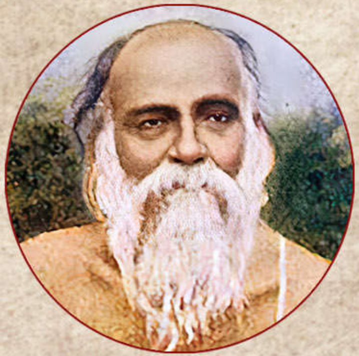

১২২

জগতের সকল স্ত্রীকেই যথাযথ মান্য করিতে ভুলিও না। তাঁ'রা রাজকর্ম্মচারীর মত কেহ বা ধরিতেছেন, কেহ বা ফাঁসির, কেহ বা খালাসের হুকুম দিতেছেন, যিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা নরকে যাইতে ইচ্ছা করেন, অতি আনন্দে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ বা বেশ্যা, কেহ বা রাক্ষসী, কেহ বা পিশাচী রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন; আবার তাঁ'রাই নিজের রক্ত দিয়া আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। তাঁরাই আনন্দে মোক্ষপথ দেখাইয়া দিতেছেন ; তাই বলি, স্ত্রী যেমনই হউন, তাঁহার অমান্য করিবে না। তাঁ'রাই যাবার আসিবার পথে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতেছেন। তাঁ'রা সকল খেলাই জানেন, এই জন্য তাঁ'দের সহিত উল্টা খেলা খেলিতে যাইবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৩

কৃষ্ণ-নাম ভুলিবে না, ইহাই মূলমন্ত্র। কৃষ্ণ-নাম অপেক্ষা মন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই, শয়নে স্বপনে এটি ভুলিবে না। নাম করিতে অপবিত্রতা পবিত্রতা জ্ঞান করিবে না। নাম নিত্যশুদ্ধ, নাম লইলেই সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৪

চিরজীবন আনন্দে কাটাইতে হইলে, সেই ব্রজরাজের মধুর নামটি আশ্রয় করুন। কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মধুর নাম আর জগতে নাই। নামই সকল শক্তির প্রধান আধার। নাম ভুলিবেন না। জগতের তুচ্ছ আনন্দে ত জীবন অনেক দিন কাটাইয়াছি, এখন আর কেন, ও সকল ছাড়িয়া কেবল শুদ্ধ সত্য কৃষ্ণ নামটি আশ্রয় করিয়া পরজীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্তব্য। এই জীবনই শেষ জীবন নয়, আবার আছে। তাই বলি, আর ভ্রমে থেকে পরকাল নষ্ট না করি।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৫

শরীর ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িতেছে, এই জন্য এখন হইতে আহারও তম হইতে সত্ব করাই ভাল। মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি দ্রব্য যাহা যৌবনে উপাদেয় মনে হইত, এখন বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয়, নচেৎ শরীর নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িবে। এখন ফল, মূল, তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে, আর মন ভাল হইলেই প্রাণের ধন কৃষ্ণকে ভাল করে ডাকিতে পারিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৬

পার্থিব অর্থের ও পার্থিব মনের জন্য পরকাল নষ্ট করা উচিত নয়। পরপীড়ন-চিন্তা অন্তর হইতে দূর করিতে হইবে, 'আমি' ও 'আমার' এই ভয়ানক অহঙ্কারকে ছাড়িতে হইবে। জীবনের অনেক দিনই গেছে, আর কেন? অর্থের সদ্ব্যয় করিতে হইবে। অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রী পরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া পোলাও খাওয়াই অর্থের সদ্ব্যবহার নয়? দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৭

রাজচক্রবর্ত্তীও যাবার সময় ভিখারীর মত যাইতে বাধ্য হয়। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসে না, যাইবার সময়ে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায় নিয়ে আসে কেবল সদসৎ-কর্ম্ম ; তাই বলি, মহাশয়! অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থদ্বারা সৎ কর্ম্ম সঞ্চয় করাই ভাল, যাহা সঙ্গে যাবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৮

অভিমানশূন্য হইতে হইবে, নতুবা নিতান্ত অভিমানশূন্য নিতাই দয়া করিবেন না। হৃদয়কে নরম করিতে হইবে, নতুবা সেই অতি নরম কৃষ্ণ-চরণ কখনই হৃদয়ে আসিবে না, তাই বলি হৃদয়ে যাহা কিছু কঠিনতা আছে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করাই ভাল। আর ছেলেমানুষের মত চলিলে চলিবে না, এখন setting sun (সূর্য্যাস্ত); একটু সত্বর হইতে হইবে, নতুবা অন্ধকার আসিলে আর কিছুই করা হইবে না। নিজে নাম করিবেন এবং অন্যকেও নাম করিতে বলিবেন। নিতান্ত সংসারীর সহবাস মনে-প্রাণে ত্যাগ করিবেন, ভক্তগণের সহবাস মনে-প্রাণে ইচ্ছা করিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২৯

চিরসুখে থাকিতে চান, পরম সুখময় কৃষ্ণ-নামটি ভুলিবেন না; অহরহঃ এই নামে ডুবিয়া থাকুন, দেখিবেন কত আনন্দ। কৃষ্ণ নাম লইতে কোন রকম পবিত্রতা অপবিত্রতা মনে করিবেন না। যেমন অগ্নির নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে পারে না, স্পর্শমাত্রেই যেমন সকল দ্রব্যই পবিত্র হইয়া উঠে, সেই রকম কৃষ্ণ-নামের নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে পারে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩০

নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম হইতে প্রেমের হরিকে পাইবেন। যেমন কৃষ্ণ-নামটি করিবেন, অমনি গরীব দুঃখীকে দেখিয়া কাতর হইবেন ও গরীবের কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবান হইবেন। অর্থ দ্বারা হউক কিম্বা কথা দ্বারা হউক, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। কোন রকম উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও কোন রকম বিপদগ্রস্ত করিবেন না। কোন কারণ বশত: রাগ হইলে সেই রাগকে চিরসঙ্গী করিবেন না। তখনই রাগকে অন্তর হইতে উঠাইয়া ফেলিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩১

অঙ্কুরে যেমনই প্রকাণ্ড বৃক্ষ হউক, বিনা ক্লেশে উঠাইয়া ফেলা যায়, কিন্তু একটু বড় হইলে, তাহাকে উঠাইলে যেমন চিরদিনের মত চিহ্ন রাখিয়া যায়, ক্রোধও তেমনি একটু বড় হইলে উঠান শক্ত হয় এবং কোন রকমে উঠাইলেও একটি ভয়ানক চিহ্ন রাখিয়া যায়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগণ একবারমাত্র শরীরে স্থান পাইলে প্রায় যায় না, আর কোন রকমে যদি তাড়ান যায়, তাহা হইলে শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়াই যায়। তাই বলি, এমন শত্রুকে কদাচ শরীরে বাস করিতে দিবেন না। যদি কখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩২

চিন্তার শক্তি অতীব প্রবল। চিন্তার এত দূর জোর যে চিন্তার দ্বারা সেই অচিন্ত্যকেও ধরা যায়। চিন্তার শক্তি ও গতি সর্ব্ব সময়ে অপ্রতিহত। শক্তিমন্ত জিনিসকে কখন শত্রু করিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারে না। এ রকম বলবান্ পদার্থ যাহার মিত্র, তা'র পক্ষে কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকে না। তাই বলি সদা চিন্তার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে সেই পরমমঙ্গলময় কৃষ্ণ সদা হৃদয়ে বাস করিবেন তখন তাঁহাকে না ডাকিলেও সে আসিবে তাড়াইলেও যাইতে চাহিবে না। সেই সময়ের আনন্দ বলিয়া বুঝান যায় না, করে দেখুন বুঝিতে পারিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৩

চিন্তাই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, চিন্তা যত হাল্কা হইবে, চিন্তাশীলকে তত উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবে, আর চিন্তা যত ভারী হইবে ততই অধঃপতন হইবে। মা'কে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া তাঁ'র সেবা শুশ্রুষা করিতে হয়, মা অপেক্ষা গুরু জগতে আর দ্বিতীয় নাই ; দেখিবেন, মা যেন কখন কোন রকমে দুঃখ না পান।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৪

নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহা ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নামে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-নাম পাপীর পক্ষে বেশী আদরের ধন, কেন না পাপীর নিকট কৃষ্ণ যান না, কিন্তু পাপী কৃষ্ণ-নামটি ইচ্ছা করিলেই লইতে পারে, এবং কৃষ্ণ-নাম লইলেই কৃষ্ণও পাইতে পারে; তাই বলি আমাদের নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-নামটি বেশী আদরের ধন মনে করিতে হইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৫

কৃষ্ণের নিকট স্থানাস্থান বিচার আছে, ভাল-মন্দর প্রভেদ আছে, কিন্তু নামের নিকট তা কিছুই নাই। নাম পরম-মঙ্গল এবং নিত্য পবিত্রকারী। এমন মধুর নাম ভুলিবেন না। খাইতে শুইতে যে কোন অবস্থাতে হউক, যে কোন স্থানে হউক নাম লইতে অবহেলা করিবেন না। নাম লইবার সময়, অসময়, পবিত্র, অপবিত্র, বিচার করিবেন না। নাম সদা শুচি, সদা পবিত্র, নাম লইলে অপবিত্রতা নিকটে আসিতে পারে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৬

মাঝে মাঝে একটু নির্জন স্থানে যাইয়া উচ্চ-রবে নাম করিলেই প্রেমে শরীর পূর্ণ হয়, দু'নয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়িবে, তখন সকল দুঃখ নিবারণ হইবে এবং সকল জ্বালা জুড়াইবে। এই একমাত্র কৃষ্ণ-নামই কৃষ্ণ-প্রেম দিতে সক্ষম, স্বয়ং কৃষ্ণও তাহা দিতে পারেন কি না বিচার্য্য, সেই জন্যই বলি, কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নাম শ্রেষ্ঠ। এ কথা সকল স্থানে শোভা পাক আর নাই পাক, সকল অন্তরে সুখ দিক আর নাই দিক, আমাদের মত পাপী তাপী নিরাশ অভাজন যে এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবে, তা'র ত আর সন্দেহ নাই। তাই বলি, পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামের অধিক আদর।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৭

পাপ পূণ্য ততক্ষণই জীবগণকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল ত্রিতাপ-তাপিত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মহাপাতকী অজামীলকে স্বয়ং কৃষ্ণ কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, কিন্তু সামান্য নামাভাসে সেই অজামীল পরম পবিত্র হইয়া সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল। দেখে শুনেও যদি আমরা এমন মহদাশ্রয় না লই, তবে আর আমাদের উদ্ধার হবে কিসে?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৮

নাম বই আর আমাদের দ্বিতীয় আশ্রয় নাই, তাই সকলের নিকটে প্রার্থনা, যদি জুড়াইতে চাও নামকে আশ্রয় কর, কৃতার্থ হইবে সকল ভয় নিবারণ হইবে। নাম করা হইতেছে না হইতেছে চিন্তা করিবার কোনই দরকার নাই, যাঁ'র নাম তিনিই এটি চিন্তা করুন, আমরা কেবল নামটি লইয়া যাই। বেতনের প্রার্থী হইয়া তাঁ'র দরবারে চাকরি করিতে গেলে প্রতারিত হইতে হয় মাত্র। রাজরাজেশ্বরের নিকট মুষ্টি-ভিক্ষা করিবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩৯

সংসারে যতই কাজ হোক না কেন নাম লইতে ভুলিবেন না। শয়নে স্বপনে নাম করিবেন। নাম অপেক্ষা চিন্তামণি আর কিছুই নাই। নামই প্রেমের মা, বাপ, জন্মদাতা ও প্রসবকর্ত্রী। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের নবকিশোরকে পাইবেন। নাম করা অপেক্ষা সাধনা আর কিছুই নাই। সকল প্রকার সাধনা অপেক্ষা ইহাই উৎকৃষ্ট। নাম করিলে সকল প্রকার জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে, এমন ধন আর নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪০

এ জগতের যা কিছু দেখিতেছেন সকলই দু'দিনের, আজ আছে কাল না থাকিতে পারে। সেই জন্য যাহারা এ পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে যায়, তাহারা সকল রকমে প্রতারিত হয়। কেহ আপনা ভুলিয়া পুত্র কন্যাকে ভালবাসিতে গিয়া দেখিতে পায় যে, তাহারা না বলিয়া দাগা দিয়া চলিয়া গেল, কেবল কান্দিবার জন্যই ভালবাসিয়াছিল। কেহ স্বামীকে, কেহ স্ত্রীকে কেহ অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে গিয়া এই রকমে প্রতারিত হয়। যদি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতারিত না হইতে চান, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী কৃষ্ণকে জীবনের জীবন মনে করিয়া ভালবাসুন, কখনই কান্দিতে হইবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪১

যদি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতারিত না হইতে চান, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী কৃষ্ণকে জীবনের জীবন মনে করিয়া ভালবাসুন, কখনই কান্দিতে হইবে না। আমরা হারাইয়া গেলেও তিনি খুঁজিয়া লইবেন, আমরা ভুলিলেও তিনি মনে করে দিবেন। আমরা কান্দিলে তিনি চক্ষের জল মুছাইয়া দিবেন, আমরা হাঁসিলে আমাদের আনন্দ তিনিই বাড়াইয়া দিবেন; এইটি মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া কৃষ্ণকে ভালবাসুন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪২

মা বাপ বলিতে হয় তাঁকে বলুন, ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা বলিতে হয় তাঁকে বলুন, স্বামী বলিতে হয় তাঁকেই বলুন। তাঁ'কে ভুলে স্বর্গের ইন্দ্রত্বও নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক, তাঁ'কে মনে থাকিলে নরক মধ্যেও বৈকুণ্ঠের অপার আনন্দ পাওয়া যায়। তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার ভর্ত্তা ও প্রতিপালন কর্ত্তা, তাঁ'কে ভুলিয়া কি লইয়া থাকিব?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৩

কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা

কৃষ্ণ দয়াময়, ভালবাসিতে শিখাও এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে দাও অন্য আর কি প্রার্থনা তোমার নিকট করিব। প্রার্থনা না করিতে তুমি ত আমাকে সকলই দিয়াছ এবং দিতেছ। হে দয়াময়! যে সকল দ্রব্য তুমি না চাহিতেও দাও সে সব যেন তোমার নিকট চাহিয়া ভ্রমে না পড়ি। তোমার নিকট কি কি মহা মহা রত্নরাজি আছে আমি জানি না, সেই জন্য ভয় হয় পাছে মহারত্নের পরিবর্তে এক টুকরা কাচ লইয়া আসি, তাই তোমার চরণে নিবেদন প্রভু চাহিব না, যে রত্নটি সত্যই মহারত্ন সেইটিই আমাদিগকে দাও, তোমার দয়ার ভিখারি হইয়া রহিয়াছি। চাহিতে জানি না ব'লে যেন মনে করিও না যে আমার অভাব নাই। আমার অভাব জানিয়া তাহাই তুমি পুরণ কর।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৪

যে দয়াময় অভাব জানিয়া জানিয়া পুরণ করেন সেই দাতা-শিরোমণি কৃষ্ণকে কদাচ ভুলিবেন না। এ পৃথিবীর দু'দিনের সম্পর্কের জন্য চিরসম্বন্ধটি যাহার সঙ্গে, তাঁহাকে যেন ভুলিবেন না এবং পর ভাবিবেন না। এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে কতবারই পাইয়াছেন, কত মা, বাপ, বন্ধু, স্ত্রী, স্বামী জনমে জনমে পাইয়াছি, কই কোথাও ত এ সম্বন্ধটি চিরস্থায়ী হয় নাই। তাহারাও ভুলেছেন আমরাও ভুলেছি কিন্তু কোনও জন্মেই ত কৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই। যখন যাহা দরকার তাই দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। এমন স্বামীকে ভুলে থাকা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৫

কৃষ্ণ সকলের মুল ও সকলেরই আধার, তাঁ'কে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না; জেনে শুনে এমন দয়াময়কে ভুলিবেন না এবং অন্য কাহাকেও ভুলিতে দিবেন না। ঢাক বাজাইয়া সকলকে বলুন, "কৃষ্ণ বই গতি নাই, আর যদি সেই কৃষ্ণকে চাও, তাঁর নাম কর।" কৃষ্ণ অপেক্ষা সেই কৃষ্ণনামটি বেশী আদরের ধন, কেন না কৃষ্ণ মুক্তি দিতে পারেন, আর তাঁর নাম কৃষ্ণ দিতে পারেন। নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহৌষধি আর কিছুই নাই। নাম করুন আর হেসে খেলে দিন কাটান। আপনারা জগৎকে দেখাইয়া যান এই মাত্র আমার ইচ্ছা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৬

ভক্তবৎসল হরনাথ

সকলে আপন আপন পাপের ও দুঃখের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দিয়া আনন্দে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিয়া যা'ন; আমি দেখে অনিন্দিত হই মাত্র। নিজের জন্য আমি এক বারও ভাবি না। নরকে আমার কিছুই ভয় নাই। আপনারা সকলে হাসিতে খেলিতে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিবেন, আমি দূর হ'তে দেখ্‌ব মাত্র। কৃষ্ণ আপনাদের কেনা বাঁধা ধন, আপনারা যা'কে তাকে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ দিতে পারেন। সে রাজ্যের আপনারাই মালিক, সেখানে পুরুষ অভিমানীরা স্থান পায় না - যাইতেও পারে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৭

ভক্তবৎসল হরনাথ

আপনাদের পাইয়া আমি এ দুঃখের পৃথিবীতেও পরম আনন্দে কাল কাটাইতেছি, আপনাদের চিন্তায় এত সুখ পাই যে নিজের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিবারও অবকাশ পাই না। আপনাদিগকে সুখী দেখিয়া আমি ঘোর নরকেও যাইতে ভয় করি না। আপনারা অহরহঃ কৃষ্ণনামে মত্ত থাকিয়া পরমানন্দে কাল কাটান এবং কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতে থাকুন আমি দেখে সুখী হতে চাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৮

এ পৃথিবী দু'দিনের জন্য এ পৃথিবীর সুখ দুঃখও অল্প কালের; তাই বলি, ইহাতে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবনের আনন্দকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণই চিরসুহৃদ, তিনিই নিজ জন, তিনিই পরাণের পরাণ শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহাকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণ ছাড়িয়া যাহাকেই ভালবাসিতে চান তিনিই দাগা দিবেন, কৃষ্ণ ছাড়া যাহাই চাহিতে যান তাহাতেই মনস্তাপ বই আর কিছুই পাইবেন না। তিনি একমাত্র সর্বাবস্থায় এবং সকল সময়ের প্রেমময় বন্ধু। এমন অকপট বন্ধুকে ভুলিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়া মায়িক কপট বন্ধুদের নিকট আদর ও ভালবাসা চাহিয়া প্রতারিত হই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪৯

এ পৃথিবীতে যাহা দেখুন সকলেই এই আছে এই নাই, কোন জিনিসকেই চিরদিনের বলিয়া ভালবাসিতে পারা যায় না। এমন মা বাপ, ভাই বন্ধু, পুত্র কন্যা, স্ত্রী স্বামী, কত বার পাইয়াছি, প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি আবার প্রতারিতও হইয়াছি। যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কই তা'দের জন্য ত একবারও ভাবি না আর তা'রাও ত সকলে ভুলে আছে। সকলেই এই ভবঘোরে প'ড়ে হাবু ডুবু খাইতেছে, একবার মুখ তুলে হাঁফ ছাড়িয়া মনে করিতেছি, হায় কি করিলাম, চিরদিনের মত জুড়াইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অতলে ডুবিয়া চেতনা হারাইতেছি; এমন গোলকধাঁধাঁ আর কিছুই নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৫০

আজ যাহাকে পলকে পলকে হারাইবার ভয়ে কাতর হইয়া পড়িতেছি, কাল তাঁহাকে হারাইয়া আবার একটি ঐ রকম ক্ষণস্থায়ী জিনিসে প্রাণ লাগাইয়া আনন্দে সব ভুলিতেছি। ধন্য প্রভু, তোমার এ খেলা -যাহার আদি নাই অন্ত নাই চিরদিনই একভাবে চলিতেছে, অনন্ত চেষ্টাতেও একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই ও করিবারও ক্ষমতা নাই, যেমন চালাইয়া দিয়াছ তেমনই চলিতেছে ও চলিবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in